ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

Study Material – 5

Subject: Bengali **শ্রেণী নবম** **Date: 08-May-20**

পাঠ - নব নব সৃষ্টি - সৈয়দ মুজতবা আলী

লেখক পরিচিতি:

সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম ১৩সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে।সুনামগঞ্জের পাঠশালায় তার লেখাপড়ার শুরু হয় পরবর্তীকালে সিলেট গভর্মেন্ট হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে ভর্তি হন পরবর্তীকালে অধ্যাপনা করেন ।১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আকাশবাণীর কেন্দ্র পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।চার বছর ওই পদে থাকার পর তিনি বিশ্বভারতীর জার্মান ভাষার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী গুলো হল দেশে-বিদেশে ,চাচা কাহিনী ,ধূপছায়া, শবনম ,চতুরঙ্গ ময়ূরকণ্ঠী প্রভৃতি।
নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধ টি লেখকের 'চতুরঙ্গ 'প্রবন্ধ গ্রন্থের 'মামদোর পুনর্জন্ম' নামক প্রবন্ধের সম্পাদিত অংশ।

প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ:

লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী ভাষা সম্পর্কে নানা তথ্য প্রদান করেছেন। সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল। শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষা নয় হিব্রু, গ্রীক ,আবেস্তা, আরবি ইত্যাদি ভাষাও স্বয়ং সম্পূর্ণ। তবে ইংরেজি ও বাংলা ভাষা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি প্রভতি ভাষা থেকে বহু শব্দ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রবিষ্ট হয়েছে।আমাদের নিত্য ব্যবহার্য বহু বিদেশি জিনিস এবং ওষুধ পর্যন্ত বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত হয়েছে। হিন্দি সাহিত্যকে বিদেশি শব্দ মুক্ত করার উদ্যোগ বেশ কিছু সাহিত্যিক গ্রহণ করলেও কাজটি সহজসাধ্য হবে বলে মনে হয় না।রবীন্দ্রনাথ ,নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন বা প্যারীচাঁদ মিত্র প্রত্যেকেই বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত ভাষা চর্চা বন্ধ করার সময় এখনো আসেনি। কারণ বহু সংস্কৃত শব্দ এখনো বাংলা গৃহীত হচ্ছে। ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বহু শব্দ আছে যেগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি হয়নি। তবে আরবি ফারসি ভাষার ব্যবহার ক্ষীণ এসেছে। বাঙালি আপন ভাষা সাহিত্য কে রক্ষা করে এসেছে।তবে আপন ভাষা সাহিত্য কে রক্ষা করার জন্য প্রাচীন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে পুরাতন কে আঁকড়ে ধরে বসে নেই।এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের বাঙালি আপন ভাষা সাহিত্য কে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমানভাবে আগ্রহী।

শব্দার্থ:

আত্মনির্ভরশীল– স্বয়ংসম্পূর্ণ
নবীন– নতুন
ভান্ডার –ভাড়ার/গৃহস্তদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য রাখার ঘর
কস্মিনকালে –কোনদিন
মুষ্টিমেয় – সামান্য
মারফত– মাধ্যম

খারিজ –বাতিল
অবান্তর –গৌণ /অ্প্রধান
বর্জন– পরিত্যাগ
ইজ্জত– মান-সম্মান
ঈমান– ঈশ্বরে বিশ্বাস
ইনকিলাব– বিপ্লব
আহম্মুখী–বোকামি
চটুলতা–বাঁচালতা
অনায়াসে– সহজে
এক্সপেরিমেন্ট –পরীক্ষা করা
গতানুগতিক– যা চলছে তাই
অভূতপূর্ব– পূর্বে দেখা যায়নি যা
মেয়াদ –সময় কাল
কিঞ্চিৎ –সামান্য
হৃদয়াঙ্গম– বুঝতে পারা

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ধর্মী প্রশ্ন:

১/ সংস্কৃত ছাড়া আর কোন কোন ভাষা আত্মনির্ভরশীল?

উঃ সংস্কৃত ছাড়া হিব্রু ,গ্রীক ,আরবি ভাষা আত্মনির্ভরশীল।

২/'হুতোম' বলে কাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

উঃ কালীপ্রসন্ন সিংহকে হুতোম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩/আলাল বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উঃ আলাল বলতে প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস টিকে বোঝানো হয়েছে।

৪/"সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল"- প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচনা করো।

উঃ সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর "নব নব সৃষ্টি" প্রবন্ধে এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত ভাষা অন্যান্য ভাষার মতো বিদেশি শব্দ নিয়ে সমৃদ্ধ হয়নি। অন্যান্য ভাষা নিজের শব্দভাণ্ডারকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে কৃতঋণ শব্দ গ্রহণের মাধ্যমে। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেরকম প্রয়োজন হয়নি। কারণ সংস্কৃত ভাষা নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ।চিন্তা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন নতুন শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ভাষা অন্য কোন ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ না করে আপন শব্দভাণ্ডার অনুসন্ধান করে দেখে কোন ধাতু বা শব্দের সামান্য পরিবর্তন করে কিংবা পুরাতন শব্দ তৈরি করার চেষ্টা করেছে। এই কথা বোঝানোর জন্যই প্রাবন্ধিক উদ্‌ধৃত উক্তিটি করেছেন।

৫/“বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা আত্মনির্ভরশীল নয়" একথা বলার কারণ কি?

উঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা “নব নব সৃষ্টি” প্রবন্ধে সংস্কৃত ভাষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও ইংরেজি বাংলা ভাষা আত্মনির্ভরশীল নয়। আসলে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা নিজের শব্দভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে।নতুন করে সাহিত্যকর্মের প্রয়োজনে বাংলা ও ইংরেজি উভয় শুধু ভয় থেকে নয় অন্যান্য ভাষাতেও শব্দ গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।ভারতবর্ষের যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের আবির্ভাব হয়েছে তাদের ভাবের আদান-প্রদান ও দীর্ঘ অবস্থানের জন্য তাদের ভাষার সঙ্গে ভারতীয়রা পরিচিত হয়েছে ।প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে বিভিন্ন শব্দ বাংলা ভাষাভাষীর মানুষ গ্রহণ করেছে এবং এখনো করে চলেছে। সেই কারণেই বাংলা ও ইংরেজি ভাষা সংস্কৃতের মত আত্মনির্ভরশীল নয়।

৬/ধর্ম বদলালে জাতির চরিত্র বদলায় না প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রাবন্ধিকের মতামত ব্যাখ্যা করো।

উঃ প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী বাঙ্গালীর স্বভাব ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের প্রতিবাদী মানসিকতা সম্পর্কে অতি সচেতন বাঙালি যে সুন্দরের পূজারী এবং সুন্দরের সন্ধানে নির্দ্বিধায় তাকে গ্রহণ করে সেই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক উদ্‌ধৃত উক্তিটি করেছেন।

বাঙালি জাতি চিরকাল প্রগতিশীল এবং যা কিছু সুন্দর তাকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। এই যুগোপযোগী বিষয় গ্রহণ শুধুমাত্র সাহিত্যে নয় বরং বলা যায় রাজনীতি ,ধর্ম সবক্ষেত্রেই। যখনই এই গ্রহণের কাজে বাধা আসে তখনই বাঙালির হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ।প্রগতির দিকে এগিয়ে না দিয়ে শুধুমাত্র প্রাচীন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে গতানুগতিক ধারাকে আঁকরে ধরে থাকলে বাঙালিরা প্রতিবাদ করে, বিদ্রোহ করে। আর এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র হিন্দুরা করে তা নয়, মুসলমানরাও সমানভাবে অগ্রসর হন।হিন্দু ,মুসলমান ধর্মগতভাবে আলাদা হলেও জাতিগতভাবে তারা একই। তাই জাতিগতভাবে তারা প্রগতির প্রতি বাঁধা আসা যে কোন বিষয় কে যৌথভাবে বিদ্রোহ করে।

৭/“ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনো আসেনি” প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করো।

উঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর নব নব সৃষ্টি নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক একথা বলেছিলেন আসলেই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় শব্দ বাংলাতে পাওয়া যায় না। টেকনিক্যাল শব্দের আক্ষরিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলীর অভিমত ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনো আসেনি।

দর্শন ,নন্দন শাস্ত্র ,পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য উপযুক্ত শব্দ বাংলায় নেই। এই বিষয়গুলো অধ্যয়নের জন্য ইংরেজিতে বহুল প্রচলিত শব্দ গুলো কি আমাদের গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন টেকনিক্যাল শব্দের প্রয়োজন ইংরেজি শব্দের উপর নির্ভর করতেই হবে ।তাই ইংরেজি সহজে বন্ধ করার সময় এখনো আসেনি।

Teacher's Name: Antara Ghosh